Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.71-79
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সমকালীন দৃষ্টিতে নারীবাদের পরিবর্তনশীল প্রবাহের গুরুত্ব

প্রিয়ারানী চক্রবর্ত্তী
পিএইচ. ডি. রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ,বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

With the rapid change in the world today, the change in the world of women is also amazing. The entire world is now acknowledging the equality of women and men, denying the importance of the difference between women and men in the economic, political and social spheres. Feminism does not believe in gender inequality. Now a days, no part of the society is beyond the discussion of feminism. Labour, sexuality, health, love, nutrition, religion, politics, entertainment, media, film, drama, etc. are all being considered from a feminist perspective. Opposing traditional male dominance in intellectual practice and challenging traditional values, feminism creates new ideas and values, and develops new theories and research methods. Feminism has made both men and women aware of gender inequality in society, the inferior position of women compared to men, the oppression and abuse of women, etc. Various differences between women in the first and second waves of feminism, such as class, power, state, educational aspects, were not highlighted. The third wave of feminism highlights this difference in women, and so far, educated middle-class white women in the West have served as spokeswomen for women all over the world, which in reality should not be the case. Because the problems of different types of women are different and the problems of working poor black women are ignored as a result. Third-wave feminism is influenced by Postmodernism, Post-structuralism, and Postcolonialism. The two strands of feminism, post-structuralism and post-modernism, teach us that femininity, whether feminine, or masculine, is not an immutable concept. They can be constructed through language and its application. Feminism teaches women to identify with their own class, group, caste, race, power, etc., and this identity includes self-confidence, self-esteem.Today, feminism is equally important in both struggle and intellectual thought. If feminism can simultaneously bring all women under one roof in achieving their various demands and rights, and in parallel, by acknowledging their differences, try to provide various solutions and show the way to the movement, then in the coming days, feminism will be able to make the women of the whole world aware, show the direction in the struggle for rights, find the source of unequal distribution of power in the society. The purpose of the discussion of feminism in this article is that real empowerment is happening among ordinary women today, but if there is self-satisfaction, there should be no selfthe history of feminism, the various trends and waves, from the previously suppressed status of women to women's empowerment today.

Keywords: Feminism, Sexism, Patriarchy, Phallocentrism, Feminist Movement, Postmodernism, Empowerment.

নিরন্তর পরিবর্তনই জগতের ধর্ম। এই পরিবর্তনের ধারা মানব সমাজেও আজ চোখে পড়ে নারীদের সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। সমাজ আজ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতাকে স্বীকার করেছে। নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত জৈবিক ভেদ অনস্বীকার্য। নারীবাদীরা সমাজ সৃষ্ট লিঙ্গভেদের বিরোধী। তাদের বিরোধিতা পুরুষদের বিরুদ্ধে নয়, মূলত পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। নারীবাদীরা 'sex' ও 'gender' শব্দ দুটির পার্থক্য করে বলেন,'sex' হল নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত জৈবিক পার্থক্য। কিন্তু gender সমাজ সৃষ্ট- যা নারী ও পুরুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেছে। 'gender' কখনোই মানুষের স্বরূপ ধর্ম হতে পারে না। মনোবিদগন তাই বলেছেন, 'individuals do not have gender' বিখ্যাত ফরাসি নারীবিদ Simone de Bouvoir তাঁর 'The Second Sex' গ্রন্থে বলেছেন,"One is not born, but becomes a woman"।[1]

সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা নিয়ে আদিম যুগ থেকেই নানা বিভাজন লক্ষ্য করা যায়, সমাজ যেন নারী ও পুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা করে। সমাজের নানা প্রত্যাশা পূরণের আকাঙ্খাই সৃষ্টি করেছে লিঙ্গগত প্রভেদ। এই প্রভেদ কখনোই সেক্স ডিফারেন্স নয়। নারীবাদীদের বিরোধিতা মূলত লিঙ্গগত ভেদ নিয়েই 'সেক্স ডিফারেন্স' নিয়ে নয়।

পুরুষতান্ত্রিকতায় নারী যেন 'মানুষ' নয়, সে হল পুরুষ জাতি থেকে ভিন্ন একটি 'স্বতন্ত্র লিঙ্গ'। লিঙ্গগত বৈষম্য নারীকে নির্দিষ্ট কিছু কর্মের (মূলত গৃহকর্ম) সীমায় আবদ্ধ রাখতে চায়। নারীবাদীরা সেক্স ডিফারেন্সকে স্বীকার করেও নারী-পুরুষ সকলকে 'মানুষের' মাপকাঠিতে বিচার করতে চায়। নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কর্ম নির্ধারণের অর্থই হলো সমতার মানদণ্ড। মানুষ হিসাবে যখন নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ নেই তাই নারীদের নির্দিষ্ট কর্মে সীমাবদ্ধ রাখা এবং পৃথক প্রত্যাশা করার অর্থই হল নারীদের 'মানুষ' হিসেবে অবদমন।

আধুনিক যুগে ফরাসি অস্তিবাদী দার্শনিক সিমোন দ্য বোভোয়া তাঁর 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' গ্রন্থে নারীবাদকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর মতে, পুরুষতান্ত্রিকতায় নারীর পরিচয় যেন পুরুষ কেন্দ্রিক। পুরুষই একমাত্র স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। পরসত্ত্বাবান নারী হল অবদমনের বস্তু। মনোবিদ ফ্রয়েড এর মধ্যেও যে নারীদের পরসত্ত্বা ভাবার প্রবণতা ছিল তা বোভোয়া তাঁর 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ফ্রয়েড নারীকে পুরুষের চেয়ে নিম্নমান সত্তা বলে মনে করতেন। বোভোয়া, নিজ চেষ্টায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে নারীকে ব্যক্তি সত্তায় পরিণত হওয়ার কথা বলেছেন। নারীদের গৃহের সীমানা ছিন্ন করে বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। আর সংগ্রামে জয়ী হয়ে নারী একজন মানুষ হিসাবে পুরুষের সমমর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে।

সমাজতন্ত্রবাদী চার্লস ফুরিয়ার প্রথম 'Feminism' শব্দটি ব্যবহার করেন এই ইংরেজি 'Feminism' শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ 'Feminisme' থেকে যার বাংলা অর্থ 'নারীবাদ'। নারীবাদ নারী পুরুষের সমতার এমন একটি তত্ত্ব যা নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বকে নাশ করে সংঘবদ্ধভাবে সামাজিক জীব হিসেবে সর্বত্র পুরুষের সমঅধিকার লাভ করতে চায়। নারীবাদ জগতে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের ঘোর

বিরোধী। সমাজে বর্তমান কাঠামো, ন্যায়-নীতি যেভাবে নারীকে অধীনস্থ ও হীন প্রতিপন্ন করে রেখেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে নারীবাদ।

নারীবাদ প্রসঙ্গে Kevin Harrison এবং Tony Boyd বলেছেন, *"Feminism; one of the most contemporary ideologies to emers efforts to analyse the social position of women, explain they are apparent secondary roll in history and offer the foundation for reform and the development of women in all parts of society."* [2]

নারীবাদ শুধু সমতা ও মুক্তির জন্য আন্দোলন নয়, এ হলো নারীদের বিরুদ্ধে চলমান বৈষম্যের অবসানের জন্য প্রতিবাদ। নারীবাদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রভুত্বের মানসিকতাকে রোধ করতে চায়।

সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য কোথাও স্পষ্ট আবার কোথাও প্রচ্ছন্ন। এই বৈষম্যের মূলে তিনটি ভাবধারা ক্রিয়াশীল- (১) যৌনবিদ্বেষবাদ (Sexism) , (২) পুরুষতন্ত্র (Patriarchy), এবং (৩) পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদ (Phallocentrism)।

আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, মানসিকতা, চালচলন ইত্যাদির দ্বারা নারী নিন্দার কৌশলই হল যৌনবিদ্বেষবাদ। যৌনবিদ্বেষবাদের মূলেই আছে পুরুষতন্ত্র। মেয়েদের প্রতি কুমন্তব্য, দৈহিক হেনস্থা, মানসিক লাঞ্ছনা, শ্লীলতাহানি, বধূনির্যাতন এ সবই হল যৌনবিদ্বেষের পথ। পুরুষই যেন সর্বময়কর্তা। পুরুষতন্ত্রের মানসিকতা হলো, সে যেন রক্ষক, নারী তার রক্ষিতা। পুরুষতন্ত্রের অন্যতম আর এক হাতিয়ার হল ধর্মের দোহাই। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়ঃ "স্ত্রীরা বিনয়ী হইয়া ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বামীর হিতের নিমিত্ত গৃহকার্য সকল সুসম্পন্ন করিবে এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গিনী হইয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য তাঁহার শরীর ও আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে কায় মনে যত্ন করিবে। আবার স্বামীরাও তাহাদিগের আত্মার উন্নতির জন্য সর্বদা ধর্ম উপদেশ প্রদান করিবেন"।

এটি উনিশ শতকে প্রকাশিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকার অংশবিশেষ। এটি পুরুষতান্ত্রিকতার প্রাধান্যের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। পুরুষদের ক্ষেত্রে 'তাঁহার', আর নারীদের বেলায় 'তাহাদিগের' পুরুষের ক্ষেত্রে 'করিবেন' আর নারীর বেলায় 'করিবে' সর্বনামের ব্যবহারেই বৈষম্যসূচক ভাষা প্রয়োগ চোখে পড়ে। পুরুষতন্ত্রের লক্ষ্যই হল নারীদের স্বাধীনতা ও অধিকার খর্ব করা। পুরুষতন্ত্র সর্বদাই 'sex difference' কে 'gender difference' এ পরিবর্তিত করতে চায়। পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদে নারীবিদ্বেষ প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই ভাবধারা চিন্তা মননশীলতায় নারীর তুলনায় পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এরূপ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় অ্যারিস্টটল, প্লেটো, কান্ট, শঙ্করাচার্য প্রমুখের তত্ত্বে। অ্যারিস্টটল যেখানে মানুষকে বিচারবুদ্ধির সম্পন্ন জীব বলেছেন সেখানে নারীকে তিনি 'হীনাঙ্গ মানুষ' বলে অভিহিত করেছেন। কান্ট তাঁর নীতি দর্শনেও এমন এক লিঙ্গ নিরপেক্ষ মনোভাবের আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানে নারীর প্রতি প্রকৃতিগত মননশীলতার প্রতিফলন ঘটেনি। কান্টের সদিচ্ছা কিংবা শর্তহীন আদেশ তত্ত্বের কোথাও নারীর স্বভাবগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সামাজিক আচার-আচরণ, নিয়ম-কানুন, কলা, ধর্ম সবেতেই যেন নারীর প্রতি একটা বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান।

কাজেই দেখা গেল যৌনবিদ্বেষবাদ কথায়, কর্মে, পুরুষতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক লিঙ্গ অসাম্যের মাধ্যমে এবং পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদ চিন্তাভাবনার স্তরে নারীদের প্রতি উদাসীন থেকে পুরুষ প্রাধান্যকেই গুরুত্ব দিয়েছে।

আমরা একটু বিচার বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাই, বৈদিক যুগের প্রারম্ভে নারীদের যথেষ্ট সম্মান ও গুরুত্ব ছিল। কিন্তু মধ্যযুগীয় অন্ধকুসংস্কার, অজ্ঞানতা, জাতিভেদ প্রথা, নারীদের প্রতি অসাম্যের সাক্ষ্য বহন করে। ভাবতে শুরু কর, নারীরা দুর্বল, বুদ্ধিহীন। তাই তাদের রক্ষা ও সুপরামর্শের জন্য পুরুষকে সর্বদাই প্রয়োজন। নারীর স্বাতন্ত্র হরণের অন্যতম নিদর্শন হলো মনুসংহিতার সেই শ্লোক যেখানে বলা হয়েছে,

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বতন্ত্রমর্হতি।।"(৯/৩)

"*pitā rakṣati kaumāre bhartā rakṣati yauvane* /
rakṣanti sthavire putrā na strī svatantryamarhati /।"[3]

একইভাবে অ্যারিস্টোটলের কথাতেও পাই, "*The relation of male to female is by Nature a relation of superior to inferior and of ruler to ruled.*"

জীববিদ ডারউইন তো বিশ্বাস করতেন পুরুষরা নারীর তুলনায় উন্নত বুদ্ধিজীবী। যেখানে শিক্ষাই জাতির মানদন্ড রূপে বিবেচিত সেখানে পুরুষতান্ত্রিকতা মেয়েদের বিদ্যালয়ের পরিবর্তে গৃহকর্মে, খাতা কলমের পরিবর্তে প্রসাধনীতে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। মধ্যযুগের নবজাগরণের পর থেকেই বর্তমান কাল পর্যন্ত নারীদের যতটুকু সমতা চোখে পড়ে তার মূলে আছে নারীবাদী আন্দোলন। নারীদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন চোখে পড়ে যখন পশ্চিমের দেশগুলিতে নারীরা সমতা লাভের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবে অবতীর্ণ হয়।

Mary Wollstronecraft বলেন, "মহিলা ও পুরুষ হল সমান"। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমক্ষমতা সম্পন্ন। পুরুষের ন্যায় নারীদেরও সমান অধিকার থাকা উচিত সমাজে ও রাষ্ট্রের সর্বত্র। তাঁর মতাদর্শেই নারীবাদের প্রথম পর্বের উদ্ভব ঘটেছে। নারী ও পুরুষের অসাম্যকে দূর করার জন্যই নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়। বিভিন্ন নারীবাদীদের বিভিন্ন মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে নারীবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বা পর্ব দেখা যায়। প্রত্যেক পর্বেরই উদ্দেশ্য ছিল সমাজে লিঙ্গবৈষম্যের দূরীকরণ।

প্রথম পর্ব: প্রথম পর্বের নারীবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে নারীদের ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্কের সেনেকো ফলসে যে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় তাতে নারী স্বাধীনতার পক্ষে 'A Declaration of Sentiments' এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়। Wollstronecraft এর মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লুসি স্টোন, লুক্রেসিয়া মোট, এলিজাবেথ কেডি, স্টান্টন ও সুসান এন্থনি প্রমুখরা নারীর সার্বিক ভোটাধিকারের দাবী জানায়। এই কনভেনশনের পরবর্তী পর্যায়ে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও নারীরা সার্বিক ভোটাধিকারের সাথে সাথে লিঙ্গবৈষম্যের অবসানের জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। 'The subjection of woman' গ্রন্থে জন স্টুয়ার্ট মিল; 'The Origin of Family, Private Property and the State' গ্রন্থে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস[4] নারীবাদীদের মুক্তচিন্তাকে সমৃদ্ধ করে।

দ্বিতীয় পর্ব: দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় আমেরিকার গৃহবধূ বেটী ফ্রিডানের 'The Feminine Mistique'[5] প্রকাশনার মধ্য দিয়ে। বেটী ফিডান বলেন, পতিব্রতা স্ত্রী, গৃহিণী ও স্নেহময়ী মায়ের আদর্শের পথ অবলম্বন করতে গিয়ে নারী তার নিজস্ব অস্তিত্ব এবং নিজস্ব চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তিনি 'ন্যাশনাল

অর্গানাইজেশন ফর ওমেন’ গঠন করে নারীদের স্ব-সত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলন ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের নারী আন্দোলন। এই পর্যায়েরই অন্যতম পরিচায়ক ছিলেন ফরাসি অস্তিবাদী সিমোন দ্য বোভোয়া। তিনি তাঁর ‘দ্য সেকেন্ড সেক্স’ গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে সমাজে মানুষ হয়ে জন্মালেও নারীরা মূলত নারী ‘হয়ে ওঠে’ এই ‘হয়ে ওঠা’র মধ্যে যেন বোঝানো হয়। পুরুষ হলো primary sex আর নারী হল ‘the other’ বা ‘second sex’। ভারতেও ১৯৭৪ সালে ড. ফুলরেনু গুহ যে ‘Towards Equality’ রিপোর্ট প্রকাশ করেন সেখানে ভারতীয় সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থান জানতে পারা যায়।

তৃতীয় পর্ব- বিশ্বের সব নারীর সমস্যা যে এক রকম নয় তা অনুধাবন করেই বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়। এখানেই মার্কিন অধ্যাপিকা অনিতা হিল -এর যৌন হেনস্তার জন্য বস ক্লারেন্স টমাস -এর প্রতি অভিযোগের ঘটনাটি উল্লেখ্য। টমাস অভিযোগ টি অস্বীকার করলে কমিটির বিচারের ‘সিনেট জুডিশিয়ারি কমিটি’ তে 98% পুরুষসদস্যের ভোটের মাধ্যমে টমাসকে নির্দোষ প্রমাণিত করা হয়। এখানে প্রমাণিত হয় বিচার ব্যবস্থায় নারীবিদ্বেষ নির্মূল হয়নি। এর প্রতিক্রিয়া তে রেবেকা ওয়াকার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে তার শিরোনাম দেন ‘Becoming the Third Wave" এই শিরোনামে। এই প্রবন্ধে তিনি ঘোষণা করেন, ‘আমি উত্তর নারীবাদী নই। আমি তৃতীয় তরঙ্গ’।[6] এই প্রকাশনার সাথে সাথে নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ সামনে আসে। গ্লোরিয়া অ্যাঞ্জালরুয়া, বেল হুকস, চেরি মোগরা, মনিকা দাবে, ইনগার মিউসিও প্রমুখ ও তৃতীয় পর্যায়ে অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। এই পর্যায়েই নারীরাও উপলব্ধি করে একমাত্রিক বিশ্বজনীন নারীবাদ যথেষ্ট নয়, বহুত্ববাদকে নারীবাদ এর অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এই পর্যায়ে নারীরা স্পষ্ট করে দিয়েছিল নারীর শরীর, সৌন্দর্য ইত্যাদির মাধ্যমে কিভাবে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটছে। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পরবর্তীকালে উত্তর-নারীবাদের কথা উঠেছে।

চতুর্থ পর্ব: এই পর্যায়টি হল তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নারীবাদী ভাবনা। তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নারীদের বন্ধুত্বপূর্ণ আদান-প্রদানের মাধ্যমে সংগঠিত করাই হলো এরূপ পর্বের লক্ষ্য। এই পর্যায়ে ব্যক্তি-নারীর স্বার্থ অপেক্ষা সমস্ত-নারীর স্বার্থ অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সম্প্রতিকালে *#Me Too* এরূপ একটি সুদূরপ্রসারী আন্দোলন হিসেবে সামনে এসেছে।

উদার নারীবাদ- উদার নারীবাদের শুরু হয় মেরি উলস্টোনক্রাফটের ‘A Vindication of the Rights of Woman’ প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে। তাঁর মতে প্রকৃতিগতভাবে নারীরা পুরুষ অপেক্ষা নিম্নতর নয় । তিনি নারীদের শিক্ষার উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। তাঁর চিন্তায় শিক্ষিত নারী সর্বদাই পুরুষের সমকক্ষ । উদার নারীবাদীদের মূল বক্তব্যই ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়, ব্যাক্তি স্বাধীনতায়, সম্পত্তির অধিকারে নারীদের সাম্য প্রতিষ্ঠা। জন স্টুয়ার্ট মিল ‘The subjection of woman’ গ্রন্থে বলেন নারীদের অবদানের মূলে আছে সামাজিক চাপ, বিবাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি। মার্কিন নারীবাদী এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন ও সুসান এন্থনি প্রমুখও ছিলেন উদার নারীবাদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। উদার নারীবাদে সমাজের মৌলিক ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরিবর্তে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। এখানে অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, মুক্তবাজার, অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি। নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সুশান মোলার ওকিন ‘Justice, Gender and Family’ গ্রন্থে বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ন্যায় তত্ত্বগুলির গুলির বিরোধিতা করে বলেন, এরূপ ন্যায় তত্ত্বের মূলে আছে পুরুষালী দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর মতে লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টির প্রথম সোপান ই

হলো পরিবার। তাই লিঙ্গবৈষম্য দূর করে সমাজের ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমেই উচিত পরিবারের মধ্যে থেকে লিঙ্গবৈষম্য দূর করা।

মার্কসীয় নারীবাদ: মার্কসীয় দর্শনের মূল ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। জাগতিক সব কিছুর মূলেই আছে এক দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্যের ফলে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হয়। এই বৈপরীত্যের অর্থ হল Dialectical Contradictions, কখনই opposites নয়। মার্কস ও এঙ্গেলস এর মতে, মূলত উৎপাদন ব্যবস্থা হল প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান হেতু। রাজনীতি, সংস্কৃতি , শিক্ষা ইত্যাদি সবই উৎপাদন ব্যবস্থা নির্ভর । তাঁদের মতে আদিম সমাজ যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়া, ছিল না সেই সমাজ সাম্যতা ছিল। ক্রমে কৃষি ও পশুপালনের সাথে সাথে সমাজে উদ্ভব ঘটল শ্রমবিভাজন, উদ্বৃত্ত শ্রম , ব্যক্তিগত মালিকানা। মার্কসীয় আলোচনায় নারী শোষণ নিয়ে সেভাবে আলোচনা না হলেও সর্বহারা শ্রেণীর অন্তর্গত করে নারী শোষণ ব্যাখ্যাত হয়েছে। এঙ্গেলস তাঁর ‘The Origin of the Family, Private Property and State’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘পরিবার’ স্বাভাবিকভাবে মানব সভ্যতার অঙ্গ হয়ে ওঠেনি, মানুষ তার প্রয়োজনের জন্যই পরিবার সৃষ্টি করেছে।। আদিম সমাজের শেষ প্রান্তে যে যুগল পরিবারের উদ্ভব ঘটে ছিল, সেখানেও নারী পুরুষের বৈষম্য ছিল না। সেখানে বংশগতি ছিল মাতৃকেন্দ্রীক যাকে এঙ্গেলস অভিহিত করেছেন ‘mother right’। কিন্তু ক্রমান্বয়ে সাম্যবাদী অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, পুরুষেরা সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ পুরুষের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, অধিকার ফলানোর তাগিদে পিতৃতান্ত্রিক বংশগতি সুনির্দিষ্ট করে। ‘যুগল পরিবার’ ভেঙে গিয়ে সন্তানের পরিচয় হয়ে ওঠে পিতৃকেন্দ্রীক। এমন কি স্ত্রীজাতি পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হলো। এর দ্বারাই শুরু হল লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য।

মার্কসীয় নারীবাদীরা বলেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পুরুষরা নারীদের গৃহবন্দী করে রাখল। নারীর গৃহকর্মের পারিশ্রমিক মূল্য হয়ে উঠলো পরিবারকর্তার মূলধন। তাই তারা উপলব্ধি করে নারী শোষণের অবসানের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারহীন সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। ইউরোপে এই নারীবাদী চিন্তা তিনটি পর্যায়ে প্রতিফলিত হয়েছে যথা- অ্যাঙ্গেলস ও লেনিন উভয়ের মতে উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখি উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণও পুরুষতান্ত্রিকতাকে দমাতে পারছে না।

মার্কসীয় নারীবাদী চিন্তায় পরিবার ও উৎপাদন ব্যবস্থা উভয় পরিসরে পরিবর্তনের মাধ্যমে পুরুষদের প্রাধান্য দূর হতে পারে। সমাজে বৈষম্য দূর করার জন্য তারা নারীর গৃহস্থলীর কাজের মজুরি নির্ধারণের কথা বলেন। এই চিন্তা ধারাই পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের উদ্ভব ঘটায়।

মার্কসীয় নারীবাদীরা বলেন অর্থনীতিভিত্তিক ক্ষমতা সমাজের প্রতিটি স্তরকে গ্রাস করে, লিঙ্গ বৈষম্যের মাধ্যমেই আর্থিক ক্ষমতা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও ঢুকে পড়ে। কিভাবে লিঙ্গগত বৈষম্য হচ্ছে এবং তা দূর করার উপায় জানতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ: এই ভাবধারা সমস্ত সামাজিক পরিসর থেকে লিঙ্গবৈষম্যের অবসান চায়। তাদের চিন্তায় নারী মুক্তির জন্য প্রয়োজন শোষণহীন অর্থনীতি ও সংস্কৃতি। নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীর গুরুত্ব অপরিসীম। এরূপ নারীবাদের যে বৈশিষ্ট্য গুলি চোখে পড়ে সেগুলি হল -

অর্থনীতির সাথে সাথে শিক্ষা, সাহিত্য, কলা, দর্শন, বিনোদন, গৃহস্থালির কর্ম প্রভৃতি কেখতর নারীদের অবস্থার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

তাদের মতে বর্তমান সমাজে সর্বত্র পুঁজিবাদী ভাবধারা বিদ্যমান। কারখানার শ্রমিকের ন্যায় গৃহবধুরাও আজ শোষিত ও নিপীড়িত। গণমাধ্যম আজ পুঁজিবাদীদের শোষণের হাতকে শক্ত করেছে। বিভিন্ন প্রসাধনী বিজ্ঞাপন নারীদের আজ শুধুই বিভ্রান্তই করছে না বরং তা বহুলাংশে গৃহবধূদের জীবনযাত্রা নির্ধারন করে দিচ্ছে। দাম্পত্য সম্পর্ক, পারিবারিক শ্রম বিভাজন কখনোই অরাজনৈতিক বিষয় নয়। কেননা পরিবারও একপ্রকার ক্ষমতার আধার। বাহ্য জগতে যে রূপ ক্ষমতার সংঘাত চলছে অনুরুপ সংঘাতই পরিবারের মধ্যেও বর্তমান। তাই সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের শ্লোগান personal is political. শিলা রোবোথাম পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বলেন- এটি মূলত বিশ্বজনীন ও অনৈতিহাসিক শোষণের হাতিয়ার। তাই নারীদের শোষণমুক্তির জন্য উচিত হল পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।।

উত্তর-আধুনিক নারীবাদ: এরূপ নারীবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন জুডিথ বাটলার। তিনি তাঁর 'Gender Trouble' গ্রন্থে জৈবিক লিঙ্গ ও সংস্কৃতিক লিঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, 'নারী' বড়ই বিতর্কিত ও জটিলবর্গ। তাই বিষয়টিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা দরকার।। তিনি আরো বলেন 'জৈবিক লিঙ্গ' ও 'সংস্কৃতিক লিঙ্গ'-এর মধ্যে পৃথকীকরণ অযথার্থ। এরূপ নারীবাদের বৈশিষ্ট্য গুলি হল - মানুষের অভিজ্ঞতা ও ভাষা অবিচ্ছেদ্য। ভাষার দ্বারাই বাস্তব নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ক্ষমতা প্রয়োগের একটি দিক হলো ভাষার প্রয়োগ। জৈবিক লিঙ্গ ও নারী দেহের সংজ্ঞআ দেওয়া সহজসাধ্য নয়। কেননা সংস্কৃতি ও ভাষাই নারী দেহকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। জৈবিক লিঙ্গ ও সমাজ সৃষ্ট লিঙ্গের পার্থক্য প্রকৃতিগত নয়, সংস্কৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কাজেই এটি অতিক্রম করা সম্ভব।

পরিবেশ নারীবাদ: ফ্রোয়া দি অবন প্রথম 'ecofeminism' শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর চিন্তায় যে মানসিকতায় প্রকৃতির অবদমন ও শোষণ চলছে সেই একই মানসিকতা নারীর ক্ষেত্রেও ঘটছে। পরিবেশ নারীবাদ মূলত পরিবেশ ও নারীকে একই চোখে দেখে। এই নারীবাদের মূল কথা হলো, পুরুষদের হাতে জমির মালিকানা থাকার ফলেই পরিবেশে পুরুষতান্ত্রিকতা গড়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের শোষণ দ্বারাই জমির পরিমাণ ও উর্বরতা বাড়ানো হয় এবং এমন সংস্কৃতি গঠন করা হয় যেখানে জমি ও অন্যান্য প্রাণী কেবল সম্পদ মাত্র। প্রকৃতি নির্যাতনের ফল হিসেবে, নারী নির্যাতন দেখা দেয়। পুঁজিভিত্তিক অর্থনীতি কৃষিকে উৎপাদন বৃদ্ধির শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়ার ফলে ভূমিক্ষয় বেড়েছে, জলস্তর নেমেছে, অরণ্য ধ্বংস হয়েছে। এসবের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে নারীদের উপর। কেননা নারীরাই পানীয় জল সংগ্রহ করে, খড়কুটো জড়ো করে কখনো জ্বালানি আবার কখনো পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। মারিয়া মাইজ ও বন্দনা শিবা প্রমুখ পরিবেশ নারীবাদের সমর্থক। এরূপ নারীবাদের লক্ষ্য হলো সুসঙ্গত, স্থিতিশীল, সবুজ উন্নয়ন।

নারী সমস্যা-কেন্দ্রিক নারীবাদ: নারীবাদের একটি বিশেষ রূপ হল নারী সমস্যা-কেন্দ্রিক নারীবাদ। এলিজাবেথ ওলজাস্ট, আইরিস ইয়াং, ক্যাথলিন জোনস প্রমুখ এই ভাবধারার নারীবাদ এর প্রবক্তা। সমাজে নারী মুক্তি কে যথার্থভাবে ত্বরান্বিত করতে হলে নারীর নিজস্ব নারী ঘটিত সমস্যাকে গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়ে বিচার করে দেখা জরুরী। যতদিন ব্যক্তিগত পরিসর ও গণপরিসর-এর মধ্যে বিভাজন থেকে যাবে, ততদিন পর্যন্ত নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিছক বাদানুবাদের পর্যায়েই থেকে যাবে। নারী সমস্যা-কেন্দ্রিক নারীবাদী গনের বক্তব্য এই যে, অসাম্যভিত্তিক পরিস্থিতিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমাধিকার ও

সমান সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস এর অর্থ হল নারী ও পুরুষের মধ্যে অসাম্যকেই প্রশ্রয় দেওয়া। নারী সমস্যা-কেন্দ্রিক নারীবাদীগণের অনুভব হল, নারীদের প্রতি সুবিচার করতে হলে মাতৃত্বের অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার প্রভৃতি অধিকার কে নারীদের 'অতিরিক্ত অধিকার' হিসেবে না দেখে 'অতিরিক্ত যত্ন' হিসেবে দেখাই কাম্য।

সমাজে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা। ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগের সাথে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা, অংশীদারি ক্ষমতা ইত্যাদিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতা কেউ হাতে তুলে দেয় না, একে অর্জন করতে হয়। তাই অনেকেই বলে ক্ষমতা প্রয়োগের ধারণার সাথে সৃষ্টিশীল কিংবা অংশীদারী ক্ষমতা অনেকাংশে গুরুত্বপূর্ণ। অমর্ত্য সেন নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্ব-ক্ষমতার ভূমিকা উল্লেখ করেছেন।[7] রবীন্দ্রনাথ স্ব-কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের দ্বারা নিজের উপর আস্থা ও শক্তি অর্জনকে আত্মশক্তি বলেছেন। ভারতে নারীদের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের সাথে সংগ্রামী আত্মমর্যাদাপূর্ণ নারীর ছবিও দেখতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জগতের অনামী হয়েও অনেক নারী তাদের পরিচিত জগতের বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করে পরিচিত কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করে, পিতৃতান্ত্রিকতার বেড়াজাল ছিন্ন করে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এক নম্র লাজুক গৃহবধূ রাস সুন্দরী দেবী চার দেয়ালের মধ্যে থাকতে থাকতেই লিখে ছিলেন 'আমার কথা' যা ছিল বাঙালি মহিলার রচিত প্রথম আত্মজীবনী। এখানে প্রকাশ পায় শিক্ষার প্রতি এক নারীর অপরিসীম ভালোবাসা ও জেদ। চিপকো আন্দোলনের সময় দেখতে পাই, সাধারণ মেয়েরা গাছকে জড়িয়ে ধরে যেভাবে গাছ বাঁচিয়েছিল তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ।এই ঘটনার মধ্যে দিয়েও লক্ষ্য করা যায় নারীরা সার্বিকভাবে পিতৃতান্ত্রিকতার বিরোধিতা করেছিল তারা ঘরের পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের পুরুষের বিরুদ্ধেও সমানভাবে বিরোধিতা করেছিল। নারী ক্ষমতায়নের আরেকটি দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, গুজরাতের একটি বাড়ির ছাদে সাত জন স্বল্পশিক্ষিত মহিলা একসাথে উদ্যোগ নিয়ে 'শ্রী মহিলা গৃহ উদ্যোগ লিজ্জত পাঁপড়' তৈরি করে, যে লিজত পাঁপড়ের কথা আজ আমরা প্রতি ঘরে ঘরে শুনতে পাই।

এতকালের পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ-প্রধান সমাজে নারী ঐতিহ্যগতভাবে গৃহবন্দী, প্রজনন মুখী, অপদার্থ, শোষিত, বঞ্চিত, উৎপীড়িত, দ্বিতীয় লিঙ্গভুক্ত অবস্থানে বিরাজ করলেও বিশ্বব্যাপী নারীবাদী আন্দোলনের তরঙ্গে অববাহিত হয়ে নারী সমাজ আজকের দিনে যথেষ্ট আত্মসচেতন, সমাজ সচেতন, স্ব-সত্তাবোধে উদ্বুদ্ধ ও স্বতন্ত্র সম্পন্ন হয়ে উঠছে। নানান আন্দোলন ও কর্ম তৎপরতার মধ্য দিয়েই নারী আজ আত্মস্বতন্ত্র সুদৃঢ় ব্যক্তি সত্তা লাভ করেছে। নিজের-স্বাধিকার ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে সঙ্গে সে অর্জন করেছে তার স্বাধীন, সক্রিয়, সুদৃঢ় সত্তা। সমাজে পুরুষের কঠোর যুক্তিবাদিতা এবং নারীর নমনীয়, সেবাপরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ এই দুই ধরনের গুণাবলীই বা মূল্যবোধই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক কালে শিক্ষাদীক্ষা, খেলাধুলায়, বিজ্ঞান চর্চায়, রাজনীতিতে নারীকে বেশ কিছুটা এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে সরকারি, বেসরকারি স্তরে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। তবে যত ব্যবস্থাই গৃহীত হোক না কেন, যতদিন না পর্যন্ত নারীরা শিক্ষা ও আর্থিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে উঠছে ততদিন পর্যন্ত নারী-পুরুষের এই সাম্যের বিষয়টি অধরাই থেকে যাবে। নারীকে প্রতিবাদের মাধ্যমে, আত্মশক্তি অর্জনের মধ্যে দিয়ে হয়ে উঠতে হবে আত্মমর্যাদাপূর্ণ, আত্মবিশ্বাসী নারী।

তথ্যসূত্র:

1) The Second Sex, Tr. By H.M.Parshlev, Penguin Books, Newyork 1949. p-295.
2) Harrison, Keven and Boyd Tony(2018).Feminism, P-296.
3) মনুসংহিতা -৯/৩।
4) F.Engles, Origin of the Family, Private and the State, Progress Publishers, 1974.
5) Betty Friedan, The Feminine Mystique, Norton, 2001.
6) Rebecca Walker(January 1992), "Becoming the Third Wave", Newyork: Liberty Media for Women: 39-41
7) Amartya Sen, Development as Freedom, OUP, 1999.

গ্রন্থপঞ্জী:

1) Simone De Beauvoir, *The Second Sex,* Tr. H.M. Parshev, Penguin Books, Newyork, 1949.
2) Engels Fredarich, *The Origin of Family, Private Property and the state*, progress, Moscow, 1974.
3) Friedan, Betty, *The Feminine Mystique,* Norton, 2001.
4) Maitra, Shefali. *Naitikata O Naribad: Darshanik Prekhiter Nana Matra*. 2nd ed., New Age Publishers Pvt. Ltd., 2007.
5) Mazumdar, Rinita. *A Feminist Manifesto: Rape, Reproduction, Revolution*. 1st ed., Anustup, 2013.
6) Benhabib, Seyla. *"Feminism and Postmodernism", Feminist Contentions: A philosophical Exchange*, Routledge, New York, 1995.
7) Mazumdar, Rinita. *A Short introduction to Feminist Theory*. 2nd ed., An Anustup publication. 2010.
8) Mukherjee Kanak, *Women's Emancipation Movement in India*, National Book Trust, New Delhi, 1989
9) Bagchi, Nandita. *Beyond patriarchy: A critique of Western Mainstream Epistemology*. 1st ed., Progressive publishers. 2012.
10) বসু, রাজশ্রী, চক্রবর্তী, বাসবী, *প্রসঙ্গ মানবী বিদ্যা*, কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, ২জুন ২০০৮। ২০১৮।
11) আখতার খানম, রাশিদা, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা বাংলাদেশ, ২০১৮।
12) পাল, সন্তোষ কুমার, *ফলিত নীতিশাস্ত্র*, লেভান্ত বুকস, কলকাতা, ২০২১।
13) Mill, J.S., T*he Subjection of Women*, Forgotten Books, 1869/2008.
14) Shiva Vandana, *Staying Alive: Women, Ecology and Development,* Kali for Women, 1989.